ব্র্যাককর্মীদের জানা দরকার

ব্র্যাক-এর সুরক্ষাবিষয়ক ৫টি নীতিমালা কি বলে?

সুরক্ষা বা সেফগার্ডিং নীতি ও কার্যপ্রণালী

ব্র্যাক সকলকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সেফডার্ডিং বা সুরক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি ব্র্যাক সকলের সুরক্ষাবিধানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংস্থার সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও অংশগ্রহণকারীকে ব্র্যাক যেকোনো নিপীড়ন অর্থাৎ যৌন হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন, সহিংসতা, মৌখিক উৎপীড়ন, অপমান, বৈষম্য, অবহেলা ও শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মুল উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ এবং সবধরণের সুরক্ষা নিশ্চিতকরা।

এই সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দরকার সকলকর্মী এবং ব্র্যাকের সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত সকলের সচেতনতা। এলক্ষ্যে আমাদের সকলেরই জানা দরকার এই সুরক্ষা নীতিগুলি কি এবং এর মূল বক্তব্যগুলি কি কি।

সুরক্ষা নীতি বা সেফগাইর্ডিং নীতি

এই নীতি অনুযায়ী ব্র্যাকের সকলকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক বা ব্র্যাকের সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত সকলেই সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলবে, সকলেই সকলের সুরক্ষা ও মর্যাদা বজায় রেখে চলবে। কোনো কর্মী অন্য কর্মীর সাথে বা স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে নিপীড়নমূলক আচরণ করলে, অথবা কোনো কর্মী ব্র্যাকের অংশগ্রহণকারীর বা ব্র্যাক সংশ্লিষ্ট কারো সাথে নিপীড়নমূলক আচরণ করলে সুরক্ষানীতি অনুযায়ী অভিযোগ করা যাবে এবং নিয়মানুযায়ী তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যৌনহয়রানি নির্মূলকরণ নীতি

ব্র্যাক যৌনহয়রানী বা যৌননীপিড়নের বিষয়ে 'শূন্য সহিষ্ণুতা' নীতি মেনে চলে। ব্র্যাকের কোনো কর্মী, স্বচ্ছাসেবক, কর্মসূচির সেবাগ্রহণকারী বা সদস্য এবং ব্র্যাকের সাথে সম্পর্কিত কেউ যদি অন্য কারও সাথে কোনোরকম যৌনহয়রানী বা নীপিড়নমূলক আচরণ করে বা এ-ধরনের ঘটনায় সহযোগিতা করে তাহলে তার বা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হবে এবং তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। যৌনহয়রানী বা নীপিড়ন নানারকম হতে পারে: মৌখিক, শারিরীক বা মানসিক ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করা হতে পারে। যৌন হয়রানীর ঘটনায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও পারিপার্শ্বিকতা বা ঘটনার সময়-স্থান ইত্যাদি বিবেচনায় তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। এঘটনায় ঘটনার বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রেখে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যথাযথ সহায়তা দেয়া প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষা নীতি

এই নীতিটির উদ্দেশ্য, শিশুদের প্রতি অপব্যবহার, অপমান, বৈষম্য, অবহেলা, শোষণ বা অনুপযুক্ত বা অবাঞ্ছিত আচরণকে মোকাবেলা করা। এর লক্ষ্য সকল স্তরে বিদ্যমান সুরক্ষামূলক অনুশীলনের মাধ্যমে, শিশু ও কিশোর কিশোরীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রতিরোধ করা। ব্যাককর্মী ও কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সকল শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্র্যাককর্মী ও ব্র্যাক সংশ্লিষ্ট সকলেই দায়বদ্ধ।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নীতি

বিশেষ প্রয়োজনযুক্ত চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান প্রচার এবং নিশ্চিত করণ এবং এর পাশাপাশি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করণ এই নীতির উদ্দেশ্য। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে পরবর্তীতে করনীয় প্রক্রিয়াসমূহ এতে বর্ণিত আছে।

কর্মক্ষেত্রে বুলিং ও সহিংসতা প্রতিরোধ নীতি

কর্মক্ষেত্রে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া, অপমানজনক, বৈষম্যমূলক, অবহেলা, শোষণ, অনুপযুক্ত বা অবাঞ্ছিত আচরণ থামানো, এই নীতির উদ্দেশ্য। কর্মক্ষেত্রে হয়রানিমুলক আচরন একটি এক সময়েরর ঘটনা, এই ধরনের আচরনের পুনরাবৃত্তিমূলক ঘটানো, ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া, কর্তৃত্বের দায়িত্বশীল পদে থাকা কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সহিংস আচরণ, কর্মস্থলে একজন কর্মীকে একদল কর্মী দ্বারা, একজন ম্যানেজার কর্মী দ্বারা, অথবা একই স্তরের কর্মচারীদের দ্বারা কর্মী, যে কোনো ভাবে হয়রানি শিকার হতে পারে।

অন্যায়ের প্রতিরোধ ও হুইসেল ব্লোয়িং নীতি

ব্র্যাক এর সুরক্ষা বিষয়ক সকল বিষয়সহ, আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি দমন এবং শারীরিক সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা, এই নীতির অন্তর্গত। হুইসেল ব্লোয়িং নীতি হলো এক প্রকার সুরক্ষা ভালভ ব্যবস্থাপনা। যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা অপব্যবহার এবং সততা লঙ্ঘনের ঘটনা রিপোর্টিং এর জন্য একটি সংস্থাতে বিভিন্ন মাধ্যম বিদ্যমান এবং হুইসেল ব্লোয়িং এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা পরিচয় গোপন রেখে যে কোনো কর্মী এমন সব ঘটনা রিপোর্ট করতে পারবে।